শতকোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন মিলু

একটা সময় ছিলেন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে পর্যদুস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জড়িয়ে পড়েন চোরা কারবারে। আর আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসে। বনে যান আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। এখন তিনি কয়েক শত কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। এলাকাবাসীর মতে নামে ও বেনামে এসব সম্পদ করেছেন তিনি।

গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী ও তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের পুত্র আমাম হোসেন মিলুর। তিনি মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানের পরও বিগত ১৬ বছরে প্রদর্শন করা দৌর্দাণ্ড দাপটের বিন্দুমাত্র কমেনি তার পরিবারের সদস্যদের।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী সময়ে একাধিক মামলার এজহারভূক্ত আসামি হলেও মিলুকে আটক করতে তার বাড়িতে এখন পর্যন্ত পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর কোন সদস্য পদার্পণ করেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ মিলুর আত্মীয়দের মধ্যে জেলা বিএনপি’র কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকর্মী থাকাতে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরেও তার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি ঘটেনি। মিলুর ছোট ভাই শিলুর বেয়াই রতনপুর গ্রামের পলাশ স্থানীয় বিএনপি’র একজন প্রভাবশালী নেতা। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিএনপি কর্মী ও তার সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার টুলু বিশ্বাস সহ আরো কয়েকজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকর্মীর ছত্রছায়ায় থেকে এখনো ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, কোর্টে বিভিন্ন মামলা হলেও সেগুলো এখনো এফআইআর ভুক্ত হয়নি। আর মুজিবনগর থানাতে আমাম হোসেন মিলু বা তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কেউ কোন মামলা করেনি। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের কোন অভিযান চালানো হয়নি।

গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের শাসন আমলে ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষ সহ

নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে স্ক্রাপের ব্যবসা করতেন। এ সময় তার ব্যবসায়িক পার্টনার হয়ে ওঠে ভারতীয় নাগরিক মুকুল সাহা ও তার দল। স্ক্র্যাপ ও ট্রাক এর চেসিস আনা নেওয়ার পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন চোরাকারবারে। ২০০৬ সালে ট্রাকের চেসিস চোরা চালানের সময় ভারতীয় এক ট্রাক মালিককে হত্যা ও ট্রাক চোরাচালানের দায়ে ভারতে কয়েক মাস জেলও খাটেন মিলু। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মিলু এবং মুকুল সাহা ও অপর দুই সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ভারতীয় আদালত। তবে ভারতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মামলা চলককালীন সময়ে তিন মাস পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন আমাম হোসেন মিলু।

আমাম হোসেন মিলু ১৯৯৭ সালে তার খালু এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টারের হাত ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০০৬ সালে যতাপুর গ্রামের জহির রায়হান ও বাবলু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম এজহারভূক্ত ভুক্ত আসামি ছিলেন এই মিলু। হত্যা মামলা দুটিতে গ্রেফতার হয়ে ৩ মাস কারাবরণের পর জামিনে বের হয়ে আসেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মামলার থেকে নিজের নাম সরিয়ে নেন।

অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্য আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী সময়েও মিলু তার নিজগ্রাম যতারপুরের গোরস্থান সহ রাস্তর গাছপালা কেটে লুটপাট ও বিক্রি করলেও তার বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে না কোন ব্যবস্থা।
তবে, সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে থাকায় তার কোন বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন কলেজে সভাপতি নিয়োগের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক পৌর কলেজ) গভর্ণিং বডির সভাপতি পদে হোটেল আটলান্টিকা মামলার আসামি মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্যকে নিয়োগের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে

সচেতন নাগরিক ও ছাত্র সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে শহরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সচেতন নাগরিক ও ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি মোঃ দবির উদ্দিনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু।

অন্যদের মধ্যে বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক ও ছহিউদ্দিন কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি সহ ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সবজির দাম নিম্মমুখী, বেড়েছে আলু- পেঁয়াজের দাম

মেহেরপুরে কিছুদিন আগেও সবজির দাম ছিল লাগামহীন। চাহিদা মতো সবজি কিনতে পারতেন না ক্রেতারা। বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। তবে এখন স্বস্তি ফিরেছে সবজির বাজারে। দাম কমায় ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্য মতো সবজি কিনতে পেরে খুশি।

সপ্তাহন্তে কমেছে মরিচ, রসুন ও আদার দাম। কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী আলু ও পেঁয়াজের দাম। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।

গতকাল সোমবার সকালে মেহেরপুর বড় বাজারের আড়ৎ ও কাচা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচা মরিচ, আদা, রসুন, আলু ও শাক-সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় কমেছে দাম। গত এক সপ্তাহ ধরে সব সবজির দাম বিগত অর্ধেকে নেমে এসেছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাইকারি বাজারের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে শাকসবজি বিক্রি করছেন তারা।
বাজারে আলুর কেজি ৫৩ থেকে ৫৭ টাকা। পেঁয়াজ প্রকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ১১০-১৪৮ টাকা কেজিতে। প্রতি কেজি বেগুন এখন ৬০ টাকা কেজি, লাউ কেজিতে ৫০ টাকা, কলা ৬০ টাকা, শসা ৪০ টাকা কেজি ও গাজর প্রতি কেজি ২ শত টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মুলা কেজিতে ৪০ টাকা, পালং শাক ৬০ টাকা, ফুলকপি ৬০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০ টাকা, পটল ৪০ টাকা, লাল শাক ৫০ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০ টাকা, টমেটো ২ শত টাকা এবং লেবু হালিতে ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চলতি সপ্তাহে নতুন করে পেঁয়াজের দাম কেজিতে প্রায় ৩০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৪৮ থেকে ১৫০ টাকা কেজি দরে।
এদিকে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২১০ থেকে ২ শত টাকায়। সোনালি মুরগির দাম রাখা হচ্ছে প্রতি কেজি ৩ শত টাকা। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫ শত টাকা কেজি দরে। সপ্তাহন্তে মুরগির দাম কমেছে ২০-৩০ টাকা।

স্থিতিশীল রয়েছে মাছ ও মাংসের বাজার। মাছের বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, গলদা চিংড়ি প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার টাকা। এক থেকে ঢেড় কেজি ওজনের পাঙ্গাস মাছের দাম প্রতি কেজি ১৪০ টাকা। রুই মাছ ছোট সাইজের বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, গ্লাস কাপ মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩ শত টাকা কেজি দরে। তেলাপিয়া, বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ২ শত টাকা কেজি দরে।

বাজারভেদে গরুর মাংস কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ৭ থেকে ৭৫০ টাকা। খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ৯৫০ থেকে ১ হাজার টাকা কেজি দরে।

কাঁচা বাজারের বাজার করতে আসা মল্লিক নামের এক ক্রেতা বলেন, অনেকদিন পর বাজার করতে এসে আজকে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সকল পন্যের দাম অনেকটা সহনীয়।

আরেক ক্রেতা মোঃ আনোয়ার বলেন, কিছুদিন আগেও ১ হাজার টাকা নিয়ে সবজি বাজারে ঢুকলে চাহিদা মতো সবজি কিনতে পারিনি। এখন সব সবজির দাম কিছুটা কমেছে, ইচ্ছে মতো সবজি কিনতে পারছি।

সবজি ব্যবসায়ী ইসমাইল বলেন, পেঁয়াজ ছাড়া সব ধরনের সবজির দাম কমেছে। বাজারে সবজির সরবরাহ হয়েছে। ফলে দাম কমে গেছে। আমরা বেশি

দামে কিনলে বেশি দামে বিক্রি করি, আর কম দামে কিনলে কম দামেই বিক্রয় করতে হয়।
তিনি আরও বলেন, কেজি প্রতি শিম ১০০, বেগুন ৬০, কলা ৬০, ফুলকপি ৬০, মুলা ৪০, পালং শাক ৬০ টাকাসহ সব সবজির দাম কমেছে। বাজারে শীতকালীন প্রায় সব সবজিই উঠেছে। সবজি বাজার এখন ক্রেতাদের জন্য স্বস্তিদায়ক।

মেহেরপুরে জেলা জামায়েতের সাবেক আমির ছমির উদ্দিনের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল পৌণে ১১ টার দিকে মারা যান তিনি।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের ছেলে ডেন্টিস্ট তারিক মোহাম্মদ তাওয়াবুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ২৫ অক্টোবর তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন। গতকাল ২৮ অক্টোবর দুপুরে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত “ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস” উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত শেষে বাড়িতে এসে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে জানাজা শেষে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ নারী আটক

গাংনীতে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ রোজিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটক রোজিনা খাতুন গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের সীমান্তবর্তি বর্ডারপাড়া এলাকার মজনু আলীর স্ত্রী।
গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শিমুল বিল্লাহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রোজিনা খাতুনকে আটক করে।

এসআই শিমুল বিল্লাহ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। রোজিনাকে আটকের পর তাঁর স্বীকারোক্তী মোতাবেক ঘর থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

এদিকে এলাকাবাসি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রোজিনা খাতুন তার ছেলেসহ মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছে। পুলিশী অভিযানের কথা টের পেয়ে ছেলে পালিয়ে গেছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জিসান স্মৃতি ফুটবল

টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জিসান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও জিসান স্মৃতি ক্লাবের সভাপতি মেহেদী হাসান রোলেক্সের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি’র যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আবু তালেব ও যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তি, সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমের আসক্তি থেকে দুরে রাখতে সকলকে খেলাধুলায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে। যাতে নতুন প্রজন্ম বিপথে যাওয়ার পরিবর্তে খেলাধুলায় সময় কাটাতে পারে। খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক মেধার বিকাশ ঘটায় এবং শরীর ও মনকে চাঙ্গা রাখে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষের মনকে সচেতন করে তোলে।

পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া

আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪, ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস (২৭-২৮ অক্টোবর) উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াত।

জেলা জামায়াত আয়োজিত আলোচনা সভা আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর)

বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

জেলা জামায়েত ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন।



প্রধান অতিথি বক্তব্যে জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির
মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সেই দিন সাধারণ মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয় এবং লাশের ওপর নৃত্য করে নির্মমতা প্রকাশ করা হয়। এমনকি একজন কোরআনের হাফেজকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই বর্বরতার দৃষ্টান্ত মানবতার জন্য কলঙ্ক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়েতের ইসলামীর সাবেক আমির ছমির উদ্দিন।
এসময় তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকাসহ সারাদেশে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী

কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। সেদিন শহীদ শিপন, শহীদ মুজাহিদ, শহীদ জসিমসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে লাশের ওপর নৃত্য করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

জেলা জামায়েত ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় জেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন, জেলা রাজনীতি সেক্রেটার রুহুল আমিন, তারবিয়াত সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, জেলা সুরা সদস্য ডাঃ আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নিহত আব্বাসের মেজভাই আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা ও দোয়ার পরে মেহেরপুর কানন সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে হামদে বাবি তায়ালা, শহীদি সংগীত এবং থিমসন পরিবেশন করা হয়।

মেহেরপুরে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক রমজান আলীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসর প্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ রমজান আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম রমজান আলী মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন সময়ে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং কোষাধক্ষ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জেলা রেফারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জেলা রোভার স্কাউটের কোষাধক্ষ এবং হোটেল বাজার জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্কী ও গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, আজ বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে জানাজা শেষে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হবে।

কেদারগঞ্জে এম বি আর বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার সাপ্তাহিক হাট সংলগ্ন জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেদারগঞ্জ বাজার সাপ্তাহিক হাট সংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পাশে জামে মসজিদ এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জামাতের আমির মাও: তাজউদ্দিন খান এবং জামে মসজিদ নির্মাণ কমিটি ও এমবিআর বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল হামিদ।

এ সময় মসজিদের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

এমবিআর বাজার জামে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, আল্লাহর ঘর নির্মাণে সমাজের বিত্তবান মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী সহযোগিতা করতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই আল্লাহর ঘর নির্মাণে সহযোগিতা করি।

এ সময় মসজিদ নির্মাণ কমিটির সভাপতি আব্দুল হামিদ সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি মসজিদ নির্মাণে সকলের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং যারা সহযোগিতা করতে চান তারা যেন সরাসরি অথবা অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখা সঞ্চয় হিসাব নং-৯৭২৬, অনলাইন নং-

০২০০০০৯৪৫৬১৩২ নম্বরে দানের টাকা জমা দেন অথবা আঃ হামিদ (সভাপতি), মোবাঃ ০১৭১৫-৮৪৯৩৮৪ মতিরুল ইসলাম (কোষাধ্যক্ষ), ০১৭২১-৭১৭৯৭৬ নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ও কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, মাও:আব্দুল লতিফসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীবৃন্দ।

মুজিবনগরে অজানা রোগে মারা গেছে খামারির ৭টি গরু

মুজিবনগরে অজানা রোগে হঠাৎ মারা গেছে আনন্দবাস বিশ্বাস পাড়ার পটল বিশ্বাসের স্ত্রী খামারি কহিনুর খাতুনের ৭টি গাভী গরু। গত বৃহস্পতিবার সন্ধায় এবং শুক্রবার সকালে পর্যায় ক্রমে গরুগুলি মারা যায়।

গরু মারা যাওয়ার বিষয়ে খামারি কহিনুর খাতুন জানান, ঘটনার দিন তিনি তার অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে ছিলেন সন্ধায় খামার পরিস্কার করতে গিয়ে দেখেন একটি গরু মরে পড়ে আছে আরো দু- তিনটা গরুর নাক মুখ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানীয় শিক্ষানবিস ভেটেরিনারি চিকিৎসক তপু রায়হানকে খবর দেন তিনি গিয়ে গরুর রোগের উপসর্গ দেখে মেহেরপুর সদর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডা: শোয়ব সাকিব কে জানালে তিনি ব্যবস্থা পত্র দিয়ে চিকিৎসা দিতে বলেন পরবর্তিতে তিনি নিজে এসে চিকিৎসা প্রদান করেন। চিকিৎসার পরেও পর্যায়ক্রমে গরুগুলি মারা যায়।

তিনি আরো জানান, তিনি অনেক কষ্ট করে লোন তুলে গাভী গরুর খামারটি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ১৩ টি গরুর মধ্যে হঠাৎ ৭ টি গরু মারা গেছে। তিনি প্রায় নি:স্ব হয়ে গেছেন। ৭ গরুর মধ্য ৬ টি গরুর পেটে বাচ্ছা ছিল।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডা: শোয়ব সাকিব জানান, কল

পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলেন, উপসর্গদেখে মনে হয়েছিল গরুগুলি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছিল। মাঠে থেকে যে ঘাস নিয়ে এসে গরুগুলি কে খাওয়ানো হয়েছিল সম্ভবত সেই ঘাসে বিষ জাতীয় কিছু ছিল তার কারনে গরুগুলি মারা গেছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারিছুল আবিদ জানান বিষয়টি আমি শুনেছি বিভিন্ন তথ্য যাচায় করে আমরা জানতে পেরেছি গরুগুলি নাইট্রেট পয়জনের কারণে মারা গিয়েছে।

আমরা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে চেষ্টা করব তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এবং সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।